তারিখ 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সংবাদ

জেএসসি-প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল

শহর ও গ্রামের ব্যবধান কমেছে

রাকিব উদ্দিন

জিপিএ-৫ ছাড়া জেএসসি ও জেডিসি এবং পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার সবকটি সূচকেই শহর ও গ্রামের ব্যবধান কমেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফলাফলের তফাৎ কমেছে, অর্থাৎ গড় পাসের হারের ব্যবধান কমেছে। তবে সরকারের নানা রকম প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কমছে না ঝরে পড়ার হার। এবার অষ্টম ও পঞ্চম শ্রেণীর এই পরীক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে দুই লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী। পরীক্ষার ফরম পূরণ করেও জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার কেন্দ্রে আসেনি ৬৫ হাজার ৮১৬ জন ছাত্রছাত্রী। পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় এ সংখ্যা এবার এক লাখ ৪২ হাজার ৫৪ জন। ফরম পূরণের আগে রেজিস্ট্রেশনের সময় পর্যন্ত হিসাব করলে ঝরে পড়ার হার আরও বাড়বে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের নানা রকম পদক্ষেপের কারণে গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনিটরিং জোরদার ও অবকাঠামো সুবিধা বাড়ানো, বছরের শুরুতে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু, ভর্তি বাণিজ্যের লাগাম টানা, অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণেই সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করছে।

এছাড়াও বিগত সাত বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে স্কুল ও মাদ্রাসার ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে পড়া গ্রাম-গঞ্জের ছাত্রছাত্রীরা এর সুফল পাচ্ছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও দীর্ঘদিন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা প্রফেসর তাসলিমা বেগম সংবাদকে বলেন, 'আমাদের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্যই ছিল আরবান ও রুরাল এলাকার মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য কমানো। সেটা আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এই অর্জন সম্ভব হয়েছে দেশব্যাপী সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, বিনামূল্যে বই বিতরণ ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করার মাধ্যমে।'

ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রাথমিক সমাপনীতে এবার ১৭টি উপজেলায় কেউই ফেল করেনি। এবতেদায়িতে ফেল করেনি ১০৫টি উপজেলার কোন শিশু। জেলায় জেলায় পাসের হারে আগের মতো তফাত নেই। একই চিত্র দেখা গেছে জেএসসিতে। গড়ে শহর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শহর : ও গ্রামের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ৯১ শতাংশের বেশি পাস করেছে প্রায় সব জেলা-উপজেলাতেই।

ঢাকা এগিয়ে জিপিএ-৫ এ, গড় পাসের হারে এগিয়ে গ্রামের স্কুল :

জেএসসি ও জেডিসিতে জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) প্রাপ্তিতে এবার শীর্ষে আছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু গড় পাসের হারে অন্য বোর্ড এগিয়ে রয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিগত বছরের তুলনায় এবার গ্রামাঞ্চলের স্কুল ও শহরের স্কুলের মধ্যে তেমন ব্যবধান নেই। তবে সর্বোচ্চ ফল জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে জেলা ও উপজেলা সদরের বিশেষায়িত, সরকারি ও বাণিজ্য নির্ভর স্কুলগুলো এগিয়ে রয়েছে।

ঢাকা বোর্ডে গড় পাসের হার ৯১ দশমিক ৩৬ শতাংশ, রাজশাহীতে ৯৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ, কুমিল্লায় ৮৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ, যশোরে ৯৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৯০ দশমিক ৭৫ শতাংশ, বরিশালে ৯৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ, সিলেটে ৯৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ, দিনাজপুরে ৯২ দশমিক ৯৯ শতাংশ এবং মাদ্রাসা বোর্ডে ৯৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

এ বিষয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভীতি এখন নেই বললেই চলে। সৃজনশীল বিষয় সম্পর্কেও এখন সবাই অবহিত। গ্রামাঞ্চলে সরকারি সুযোগ-সুবিধাও বাড়ছে। গ্রামের শিক্ষকরাও এখন আগের চেয়ে বেশি সচেতন ও পাঠদানে মনোযোগী।'

গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রতিভা শহরের তুলনায় একটু বেশি মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'ভালো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গ্রামাঞ্চলের সব স্কুলেই নিয়মিত শ্রেণী কার্যক্রম হয়। আর সৃজনশীল বিষয়ে শহরের শিক্ষার্থীরা যে নম্বর পায়, গ্রামের শিক্ষার্থীরাও একই নম্বর পায়। আগে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা ৩০ শতাংশ উপবৃত্তি পেত, এখন পাচ্ছে শতভাগ।' সারাদেশে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই লাখ ৪৭ হাজার ৫৮৮ জন। এর মধ্যে কেবল ঢাকা বোর্ডেই তা পেয়েছে ৮৬ হাজার ৩৫০ জন। অন্য বোর্ডগুলোর মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে জিপিএ-৫ ৪০ হাজার ৪৭১ জন, কুমিল্লায় ১৯ হাজার ১৮৬ জন, যশোরে ২২ হাজার তিনজন, চট্টগ্রামে ১৪ হাজার ১৩৫ জন, বরিশালে ১৫ হাজার ৫৭০ জন, সিলেটে ১০ হাজার ২৫৫ জন, দিনাজপুরে ২৭ হাজার ৮৯ জন এবং মাদ্রাসা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২ হাজার ৫২৯ জন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৮টি জেলার জেএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, রাজধানীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বেশি কিন্তু সার্বিক ফলে এ বোর্ডের ১৮টি জেলার মধ্যে তেমন বেশি পার্থক্য নেই। সবকটি জেলায় পাসের হার তুলনামূলকভাবে প্রায় সমানই। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বা পিছিয়ে পড়া এলাকার বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার শতভাগ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

এবার ঢাকা মহানগরীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯ হাজার ২১৪ জন এবং গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৭০ শতাংশ, ঢাকা জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে চার হাজার ৬২৬ জন এবং গড় পাসের হার ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশ, গাজীপুরে জিপিএ-৫ আট হাজার ৩৭৯ জন এবং গড় পাসের হার ৯৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ, নারায়ণগঞ্জে জিপিএ-৫ চার হাজার ১৪১ জন এবং গড় পাসের হার ৯২ দশমিক ১৬ শতাংশ, নরসিংদীতে জিপিএ-৫ চার হাজার ২১৬ জন এবং গড় পাসের ৯৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ, মুন্সীগঞ্জে জিপিএ-৫ ৭৫১ জন এবং গড় পাসের হার ৮৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ, মানিকগঞ্জ জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮৯৫ জন এবং গড় পাসের হার ৮৪ দশমিক ৮৩ শতাংশ, টাঙ্গাইলে জিপিএ-৫ ৯ হাজার ৯৫৯ জন এবং গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ০৩ শতাংশ, ফরিদপুরে জিপিএ-৫ এক হাজার ৫৮৭ জন এবং পাসের হার ৮৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ, মাদারীপুরে জিপিএ-৫ এক হাজার ৪৫৬ জন এবং গড় পাসের হার ৯১ দশমিক ৭১ শতাংশ, শরীয়তপুরে জিপিএ-৫ ৫৭৪ জন এবং গড় পাসের হার ৮৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এছাড়া রাজবাড়ীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ১৫০ জন এবং গড় পাসের হার ৮৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ, গোপালগঞ্জে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯০৮ জন এবং পাসের হার ৯০ দশমিক ০৫ শতাংশ, ময়মনসিংহে জিপিএ-৫ ছয় হাজার ৯২১ জন এবং পাসের হার ৯১ দশমিক ৩৭ শতাংশ, কিশোরগঞ্জে জিপিএ-৫ এক হাজার ৯৪৪ জন এবং গড় পাসের হার ৮১ দশমিক ৮১ শতাংশ, নেত্রকোনায় জিপিএ-৫ এক হাজার ২৯৬ জন এবং পাসের হার ৮৩ দশমিক ২৫ শতাংশ, জামালপুরে জিপিএ-৫ পাঁচ হাজার ৭৪১ জন এবং পাসের হার ৯৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং শেরপুরে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৫০৮ জন এবং এখানে গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৫২ শতাংশ।

প্রাথমিকেও বৈষম্য নেই :

এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫১ শতাংশ। সমমানের মাদ্রাসার এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে পাস করেছে ৯৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ। মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই লাখ ৮৭ হাজার ৮৪৬ জন। সাত বিভাগের মধ্যে ৯৯ দশমিক ০৯ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে বরিশাল, ৬৪ জেলার মধ্যে ৯৯ দশমিক ৯২ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে আছে মুন্সীগঞ্জ। ৫০৮ উপজেলা/থানার মধ্যে ১৭টিতে শতভাগ শিশু পাস করেছে। আর ২৩৩টি উপজেলায় ৯৯ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে। বাকি অর্ধেক উপজেলায় ৯৮ শতাংশ এবং অন্য উপজেলায় ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এবার ৯টি জেলায় ৯৬ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে। এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১০৫টি উপজেলায় শতভাগ পাস এবং অন্য সব উপজেলায় ৯৮ শতাংশের বেশি পাস করেছে।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ভালো ফলে ভূমিকা রেখেছে বিনামূল্যের পাঠ্যবই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ। একই সঙ্গে পরীক্ষায় পাস না করলে পরবর্তী ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাবে না- এমন চিন্তা থেকেই পড়ালেখায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কারণে শুধুমাত্র রাজধানী নয়, উপজেলা পর্যায়েও ফলাফলের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।'

অতীতে যেখা গেছে, সবকটি পরীক্ষায় ভালো ফল করা প্রতিষ্ঠান ও এলাকার মধ্যে থাকে রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরের কিছু নামি দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এবারের প্রাথমিক, এবতেদায়ি ও জেএসসি পরীক্ষার ফলে সেই ব্যবধান নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জেলাভিত্তিক ফলে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি জেলায় পাসের হার ৯৭ শতাংশের ওপরে। অর্ধেকের বেশি জেলায় পাসের হার ৯৮ শতাংশের বেশি। যেসব উপজেলায় কেউই ফেল করেনি সে উপজেলাগুলো হচ্ছে- যশোরের চৌগাছা, মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান ও লৌহজং, নাটোরের লালপুর, বাগাতিপাড়া, কুষ্টিয়ার খোকসা, নাবাবগঞ্জের নাচোল, পিরোজপুরের নাজিরপুর ও জিয়ানগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর, নওগাঁর আত্রাই ও সাপাহার, দিনাজপুরের পার্বতীপুর ও কাহারোল, ঝালকাঠির রাজাপুর, ফরিদপুরের ভাঙ্গা এবং কিশোরগঞ্জের নিকলী।

এবার জয়পুরহাটে পাস করেছে ৯৮ দশমিক শূন্য শতাংশ, বগুড়ায় ৯৮ দশমিক ৭৮, নওগাঁয় ৯৯ দশমিক ৫৪, রাজশাহীতে ৯৭ দশমিক ৮০, নাটোরে ৯৯ দশমিক ৫২, সিরাজগঞ্জে ৯৮ দশমিক ৮১, ঝিনাইদহে ৯৯ দশমিক ২১, নড়াইলে ৯৯ দশমিক ২২, সাতক্ষীরায় ৯৯ দশমিক ৩৫, টাঙ্গাইলে ৯৯ দশমিক ৯৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ শিশু পাস করেছে।

এছাড়া গাজীপুরে ৯৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ, মানিকগঞ্জে ৯৯ দশমিক ৪৮, নারায়ণগঞ্জে ৯৯ দশমিক ৬৩, মুন্সীগঞ্জে ৯৯ দশমিক ৯২, গোপালগঞ্জে ৯৯ দশমিক ৪৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯৯ দশমিক ৭৭, চাঁদপুরে ৯৯ দশমিক ৬২, নোয়াখালীতে ৯৯ দশমিক ৯, কক্সবাজারে ৯৯ দশমিক ৬০, রাঙ্গামাটি ৯৯ দশমিক ১৯, বরিশালে ৯৯ দশমিক ১৭, পিরোজপুরে ৯৯ দশমিক ৪৩, ঝালকাঠিতে ৯৯ দশমিক ৩৬, বড়গুলায় ৯৯ দশমিক ২৯, পঞ্চগড়ে ৯৯ দশমিক ১৪ শতাংশ শিশু শিক্ষার্থী পাস করেছে।

দুই পরীক্ষায় ঝরে পড়েছে ২ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী :

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছিল ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয় ২৩ লাখ ৪৬ হাজার ৯৫৯ জন। অর্থাৎ কেন্দ্রে আসেনি ৬৫ হাজার ৮১৬ জন ছাত্রছাত্রী।

পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছিল ৩২ লাখ ৩০ হাজার ২৮৮ জন। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩০ লাখ ৮৮ হাজার ২৩৪ জন। বাকি এক লাখ ৪২ হাজার ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল।